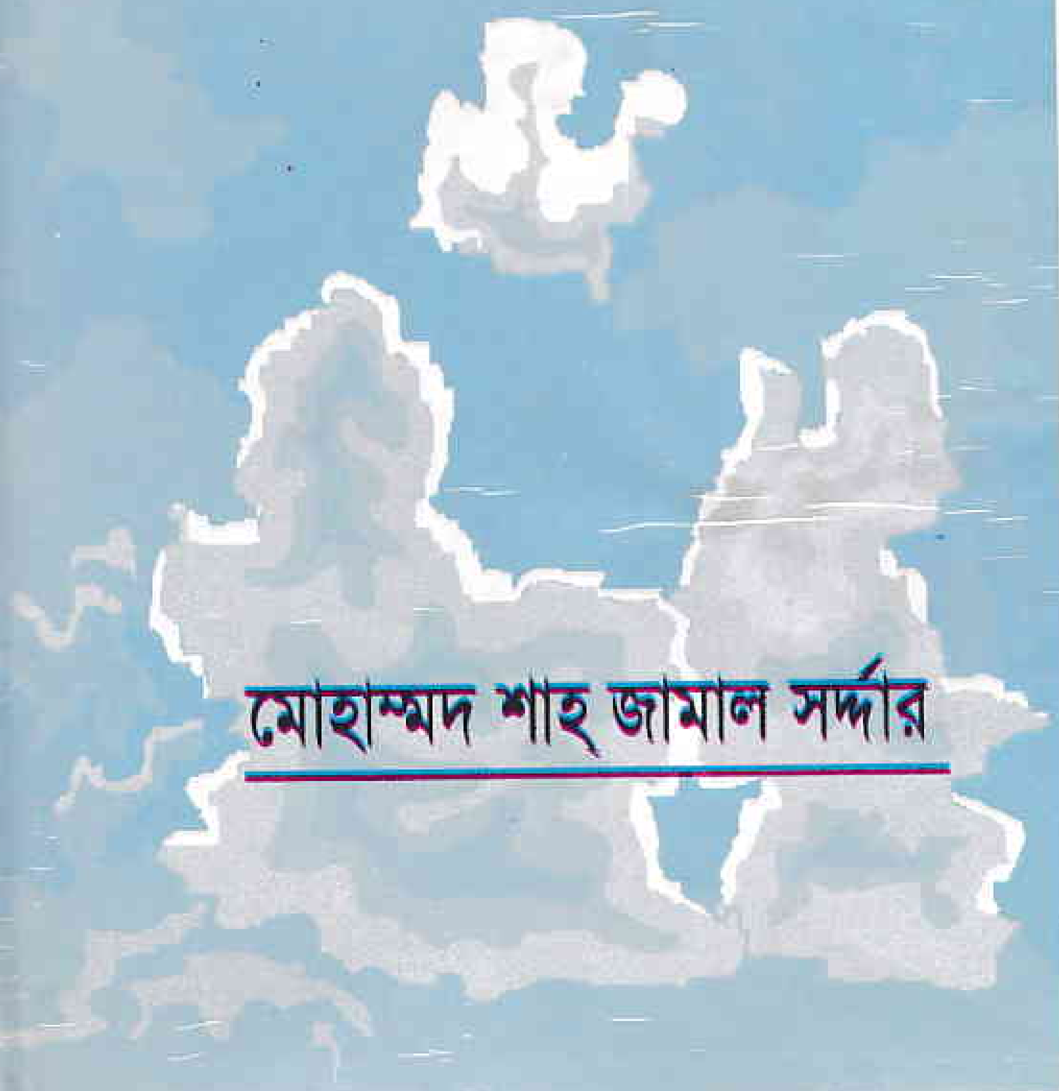
পড়বে বন্ধু ভাববে কিন্তু



মোহাম্মদ শাহ্ জামাল সর্দ্দার

পড়বে বন্ধু ভাববে কিন্তু

মোঃ শাহ্ জামাল সর্দ্দার

আজকের বাংলা
উনসানী, হাওড়া

PORBE BANDHU BHABBE KINTU
By Md. Sahjamal Sardar
Published by : AJKER BANGLA
PHONE - 9903591503

Rs. 40.00

প্রকাশক : সেখ নাসিরউদ্দিন,
আজকের বাংলা, উনসানী, হাওড়া।
প্রথম প্রকাশ : ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০০৯
গ্রন্থস্বত্ব : আনোয়ার হোসেন সর্দার
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : সেখ নাসিরউদ্দিন
মুদ্রণ : নার্গিসা মুদ্রণ, উনসানী, হাওড়া।
দূরভাষ : ৯৯০৩৫৯১৫০৩

প্রাপ্তিস্থান :
- মঞ্জুশ্রী বুক হাউস
  ২৭, ভবানী দত্ত লেন,
  কোলকাতা - ৯
- শাহেন শা, উনসানী, হাওড়া

মূল্য : ৪০ টাকা

উৎসর্গ

আমার স্বর্গীয় পিতা

মরহুম আব্দুল হক সর্দার -এর

স্মৃতির উদ্দেশ্যে-

কবি পরিচিতি



কবি মোহাম্মদ শাহ্ জামাল সর্দ্দার। ১৯৩১ সালের ১ জুন হাওড়া জেলার উনসানী দক্ষিণ পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক। এখন অবসরপ্রাপ্ত।

ছাত্রাবস্থায় চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াকালীন কবির কবিতা লেখার শুরু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জসীমুদ্দিন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের কবিতা পড়তে পড়তেই তাঁর অনুপ্রেরণা।

কবির প্রিয় কবি ওমর খৈয়াম। তাঁর সখ কবিতা লেখা। বাংলার বিভিন্ন সাপ্তাহিক, মাসিক, সাময়িক পত্রে ছাপার অক্ষরে ভরে রয়েছে তাঁর অজস্র কবিতা। সদালাপি কবি মোহাম্মদ শাহ্ জামাল সর্দ্দারের 'ঝরা ফুলের হাসি' তাঁর প্রথম প্রকাশিত জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ এবং 'পড়বে বন্ধু ভাববে কিন্তু' তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। কবি 'আজকের বাংলা' সংবাদ পত্রের প্রধান উপদেষ্টা। 'বিশ্বমায়ার খেলায়' কবি থমকে গেলেন ২৪ নভেম্বর ২০১৭, শুক্রবার ।

লেখকের আবেদন

পড়বে বন্ধু ভাববে কিন্তু
একটু ধ্যানের সাথে।
জ্ঞানের জ্যোতি পড়বে তোমার
জ্ঞান নয়নের পাতে।
ঠিক না বেঠিক আসল নকল
এই ধরণী নয় ভাঙা ঢোল,
জীবন মরণ কিসের কারণ
কান্না হাসির মেলা।
খেলছে কে বল এই জগতে
ভাঙা গড়ার খেলা।
জ্ঞানের আলোয় দেখ না বুঝে
আসল নকল পাবি খুঁজে,
লোভের বশে ধরার মোহে
করিস না আর ভুল।
দুখ সাগরে ভাসলে পরে
পাবি না আর কূল।

সূচীপত্র

বিশ্বনবী

বল বিশ্ব মুক্ত কণ্ঠে
জাতির শ্রেষ্ঠ মানব জাত।
ধর্মে শ্রেষ্ঠ ত্রিভূবনে
ইসলাম চির সাম্যবাদ।
ধনী- গরীবের নাই ভেদাভেদ
জাতি-ভেদ নাই ইসলামে।
তাই জগতে শ্রেষ্ঠ আসনই
দখল করেছে মুসলিমে।
বিশ্ব জ্ঞানের উৎস যিনি
মানব শ্রেষ্ঠ দুই লোকে
মরণে তাঁহার ধরণী কাঁদিয়া
আকুল রয়েছে আজো শোকে
ধর্ম গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ যাহার
বিশ্ব জ্ঞানের সঞ্চিতা
বিশ্ব নবীর আল্ কোরাণের
নেই কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা
বুদ্ধ নানক যীশু কৃষ্ণ
সবাই ধর্ম ভান্ডারী
বিশ্ব তরীর স্বর্গ পারের
বিশ্ব নবীই কান্ডারী।
দয়ার সাগর দীনের বন্ধু
অন্ধকারে জ্যোতির্ময়
অত্যাচারীর বজ্র বিজয়ী
ধর্ম যুদ্ধে চিরবিজয়।

ধর্ম তোমার নয়কো বাঁধা
শুস্ক মরুর অন্তরে।
বিশ্ব জুড়ে শুনছি আজান
সাত সাগরের প্রান্তরে।
শিষ্য তোমার বিশ্ব জোড়া
ভয় কি তোমার জাতির মান?
নির্ভিক বীর উন্নত শির
বিশ্বে চির মুসলমান।
তোমার জীবন জ্যোতির ছটা
সপ্ত রঙ্গে চর্তুদিক।
দেখালে বিশ্বে পূর্ণ জীবন
তুমিই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক।
তোমার দয়া তোমার মায়া
এক শো ভাগের পূর্ণভাগ।
খোদার দয়া নয় নয়েতে
এক নামেতে ভীষণ রাগ।
থাক না সে রাগ উঠুক তুফান
বিশ্ব যদি যায় দুলে।
ভয় কিরে তোর কলেমা শরিফ
যাস যদি না তুই ভুলে।
বিশ্ব সৃষ্টি কাহার নূরে
করল সৃষ্টি সেই মাবুদ।
শোন রে বিশ্ব নূর নবীজীর
খোদ খোদাই এর সাবুদ।
কান্ডারী শোন বিশ্ব নবী
হাল টানে পাক পাঞ্জাতোন।

তৌহিদেরই পাল তুলে তুই
পৌঁছে যাবি জান্নাতোন।
সপ্ত নরক জ্বলুক প্রখর
পুলসিরাতের তীক্ষ্ম ধার
রুখতে সে দিন পারবে না কেউ
তোহিদেরই নিশান যার।
দয়ার নবী ধ্যানের ছবি
দোস্ত খোদার তুমিই শেষ
পাই যেন গো শেষ বিচারে
তোমার দয়ার বিন্দু লেস।

ইসিকা নাম হ্যায় দুনিয়া

স্বর্গ এটা তো নয়রে বন্ধু
দুনিয়া এটাকে বলে।
সুখ দুঃখের ঘূর্ণী হাওয়ায়
ঘুর পাক খেয়ে চলে।
সবাই তো বলে দুনিয়াটা গোল
কেউ কি দেখেছে কভু?
গোলের মাঝারে কত গোল বল
লুকায়ে রেখেছে প্রভু।
পাপ পুণ্যের এই ধরাধামে
পরিচয় মেলে খ্যাতি বদনামে।
লোভ লালসায় ভুল করি হেথা
এরই নাম দুনিয়া।
মাসুল কিন্তু দিতে হবে সখা
এক দুই করে গুনিয়া।
কাম ক্রোধ লোভ আত্ম গরিমা,
এর মাঝে তব কি আছে মহিমা,
আপন খেয়ালে খেলা কর তুমি
ধরনী তো খেলা ঘর।
যারে খুশি তুমি ভালবাস প্রভু
যারে খুশি কর পর।
কাউকে সাজালে রাজা মহারাজ
কেউ হল জমিদার।
নবাব বাদশাহ্ বানালে কাহারে
মান দিলে বেসুমার।
কারে তুমি কর চির মুসাফির
ভিখারী বানালে কারে।

ছিন্ন বসনে চেয়ে মেগে খায়
অভাগা বানালে যারে।
কেউ খায় কেউ ফেলে দিয়ে যায়
না চেয়ে অনেকে ঢের বেশী পায়।
কেউ কাঁদে কেউ হাসিতে লুটায়
এ সবই তোমার খেলা।
সবই তো কপালে লিখে দিলে প্রভু
সৃষ্টি করার বেলা।
আদিও হইতে অন্ত অবধি
জেনেও প্রভু গো তবু ধর যদি
তুমি তো স্রষ্টা আমি তো সৃষ্টি
তুমি তো বানালে মোরে।
জীবন ধারার গতি প্রবাহের
নক্সা দিয়েছ ক'রে।
কি করিব আর, আছে কি করার,
যা কিছু পেয়েছি সবই তো তোমার
কতটা কি দিলে, কাকে কত প্রভু
আমরা জানিনা কিছু।
তাই তো জগতে জীবনের মান
কারও উঁচু কারও নিচু
সমতা এখানে নেই।
কেন যে নেই তা বুঝিবার লাগি
চিন্তা করি গো যেই।
শুধু মনে হয় এটা দুনিয়া
গরমিলে সবই ভরা।
নানা বিচিত্র শিল্পকলায়
পৃথিবী আত্মহারা।

প্রেম ভালবাসা এত মধুময়,
থাকে না লজ্জা মরণের ভয়,
টাকার নেশায়, কত যে পেশায়
ঘুরিছে ধরণীতল।
থামিবে না কভু মিটিবে না সাধ
থাকিতে প্রাণের বল।
পিচ্ছিল মহা দুর্গম পথ
তবু হতে হবে পার।
সফল হবে না ইমান আমল
থাক নাকো যত যার।
শুধু দয়াময় কারো কোন কাজে
হয় যদি রাজি খুশি।
মহাপাপী সেও রহমে খোদার
হয়ে যাবে নির্দোষী।
খোদা আছে যার, ভয় কি বা তার
জান্নাতে বলো কিবা দরকার।
দিদারে খোদার প্রেমে সারাবে
পড়ে রবে মসগুল।
হুর বালা বল জান্নাতী সুখ
তার কাছে সবই ভুল।

বাংলা ভাষা

এপার ওপার দুই বাংলার
একটি রে ভাই প্রাণ।
সেটা কিন্তু বাংলা ভাষা
মোদের সবার জান।
মরতে মোরা রাজি আছি
বাংলা থাকুক বেঁচে।
বাংলা মায়ের মাথার সিঁদুর
ভাষায় উঠুক নেচে।
এই ভারতে ভাষার সেরা,
বাংলা সত্যি সুনাম ঘেরা
তাই সোনার তরী সাত সাগর আর
তের নদীর পারে।
আনল জিনে বিশ্ব খেতাব
বাংলা মায়ের ঘরে।
ভারত মাতার সোনার রবি
বাংলা মায়ের বিশ্ব কবি
দুই বাংলার জাতির গান তো
বাংলা ভাষায় লিখে।
তাই তো মোরা ধন্য হলাম
বাংলা ভাষা শিখে।
এই ভাষাতে অগ্নিবীণা,
দেখ না পড়ে সত্যি কিনা,
জ্বালিয়ে আগুন, কালা কানুন
পুড়িয়ে কারাগার।
ধ্বংস হল অত্যাচারীর খড়গ হাতিয়ার।

মুক্তি পেল ভারতবাসী,
বাংলা মায়ের ফুটল হাসি,
এই হাসিতে বাংলা আলো
ভাঙলো খুশির বাঁধ।
আয় ছুটে আয় মায়ের কোলে
মিটল মনের সাধ।
ধন্য রে তুই বাংলা ভাষা,
ধন্য মোদের কাঁদা হাসা,
এই মাটিতে ধন্য তারাই
যারাই করে যাওয়া আসা।

যত হাসি তত কান্না

যত খুশি হাসো বন্ধু
খাও না লুটোপুটি।
চোখের জলে না ভাসলে বুক
নেই কো তোমার ছুটি।
কান্না হাসির এই দুনিয়ায়
সুখ দুঃখের হাওয়া,
মুখের হাসি চোখের জলে
যায় রে শুধু ধোয়া।

নারীবাদ

আল্লা শ্রেষ্ঠ, আল্লা মহান
সর্ব শ্রেষ্ঠ দুনিয়া মানে।
বিশ্ব জাহান তাঁহারই সৃষ্টি
সৃষ্টি জগত সেটাও জানে।
প্রাণী জগতের সৃষ্টির বেলা,
প্রজন্ম নিয়ে যেন করে খেলা,
তাই তো বানালে লিঙ্গ ভেদের
দুটি মায়া ভরা রূপ।
প্রেমের নেশায় কি সুখের লাগি
নারী হয়ে জ্বলে ধূপ।
সংসারে জ্বলে তিলে তিলে পুড়ে,
গন্ধ ছড়ায়ে যায় শুধু বলে,
নারীর জীবন পুরুষের লাগি
আদমের চাওয়া ইভ।
তাই তো হিন্দু ধর্মে শ্রেষ্ঠ
দেবতা সে মহাশিব।
পুরুষের লাগি নারীর জন্ম,
পতি সেবা তাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম,
এই বিধান সেই স্বর্গ হইতে
মর্তে পাঠালে প্রভু।
কেন তবে আজ নারীবাদী দল
মানতে চায় না তবু?
আজো তাই দেখি পৃথিবী ব্যাপিয়া,
স্বামীর ঘরেতে বধূরা আসিয়া
প্রেমের বাঁধনে কি মায়ার টানে
ভুলে যায় ছেলেবেলা।

বিশ্ব প্রভু গো তুমি তো শেখালে
জগতে এমনি খেলা।
তুমি আমি আর, কি আছে আবার
এটা তো মিলন ভূমি।
আমি ইভ্ সখা তোমারই লাগিয়া
সত্যি আদম তুমি।

বিশ্ব সংবিধান

শোন গুরু, শোন লিডার,
তুমি তো লেনিন শিষ্য।
ভেবেছ তুমি কি বাংলা কেরলে এইটাই সারাবিশ্ব?
তুমি কি ভেবেছ কালমার্কস
সারা দুনিয়ার গুরু?
চলিবে বিশ্ব তাঁহার আদেশে
জীবন গড়িতে গুরু?
বলি তবে শোন, তোমার গুরু তো
ইহুদির সন্তান।
বুঝেছিল পড়ে বিশ্ব জ্ঞানের
উৎস আল্ কোরান।
গণতন্ত্রের মহামন্ত্র সাম্যের মধু বাণী,
কোরাণই এনেছে স্বীকার করেছে
বিশ্বের যত জ্ঞানী।
জান 'মুসলিম লেনিনের' কথা
জীবনী পড়েছ কভু?
গণতন্ত্র শিখিল কোথায়
কে তব গুরুর প্রভু?

মরু আরবের দ্বিতীয় খলিফা
ওমরই বাদশাহ্ দীন।
কেউ কারো নয় মাথার মুকুট
নয় কেহ পরাধীন।
সবাই স্বাধীন সবাই সমান,
ইসলামের এই শ্রেষ্ঠ বিধান,
জগতে প্রথম ওমরই ঘটালে পুঁজিবাদী অবসান।
মৈত্রী একতা শৃঙ্খলাবোধ কোরানেরই অবদান।
দিন মজুরের ন্যায্য পাওনা চাষী আর জমিদার।
কি বিধানে তারা জীবিকা চালালে সুখী হবে সংসার।
জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি,
জীবনে হাজারও বাধা আসে যদি,
সবই সমাধান করিয়া খোদায়,
পাঠালে আল কোরান।
রাশিয়ান নয়, মার্কিন নয়
বিশ্ব সংবিধান।

শ্বেত কমল (দিল্লী)

শোন ইরানী বাহাউল্লাহ্, দিল্লীর বুকে তুমি।
কি বানালে বল? হেসে উল্লাসে নাচিছে ভারতভূমি।
পাঁচশো বর্গ ফুট জমি পরে দশ কোটি টাকা ব্যয়ে।
মহা মিলনের প্রাসাদে মিলিবে আদমেরা ভায়ে ভায়ে।
কি মহান সাধ লাখো সাধুবাদ,
ধূলার ধরাতে আসমানী চাঁদ,
স্বপনের ঘোরে নামায়ে গুরুজী হাসালে ভারতবাসী।
পারেনি ভারতে দীন এলাহি ফুটাতে মিলনহাসি
সে ছিল বাদশাহ্ মোঘল সিংহ নাম ছিল আকবর।
কাঁপিত দাপটে রাজপুত সেনা ভয়ে সবে থর থর।
তুমি কোথাকার কি আছে তোমার? নওতো খোদার নবী।
পারেনিকো মুসা, ইসাও দেখেছি, দেখেছি বুদ্ধ সবই।
বাহাই ধর্ম বিশ্ব শান্তির দ্যোতক সে যদি হয়,
ইরাক ইরানে যুদ্ধ থামাতে কেন গুরু এত ভয়?
চলে যাও সেথা, দোহাই তোমার বাহাই ধর্ম বলে,
ঘরকে বাঁচায়ে এসো প্রিয়গুরু, ভারতের ছায়াতলে।
শ্বেত কমলের রূপের ঝলকে তাজমহলের প্রাণ,
শুকায়ে যাইবে কেমনে বাঁচিবে বাদ্শাহী সম্মান?
বাদশাহী মান রাখিবে খোদায়, সবাই বেগানা পর।
করে নাকো যিনি আদিও অন্তে কারো পরে নির্ভর।
কবরের বুকে শুয়ে মমতাজ রূপের ওড়না মেলে।
হার মেনে যায় আসামানী চাঁদ প্রকৃতির আলো জ্বেলে।
সে রূপের ছটা আগ্রার বুকে যমুনার কিনারায়।
এসো প্রিয় সখা শাহ্জাহান তুমি মোর কাছে নিরালায়।
এ হেন রূপের কে বা দেবে দাম, বিশ্বে কিছু কি আছে?
ধন্য বাদশাহ্ শাহ্জাহান তুমি, চির ঋণী তব কাছে।

ইসলামে নেই বাহার চমক

হায় রে মুসলমান!
এই জমানায় সত্যি তোরা,
নামধারী সব বর্ণ চোরা,
দেখলে তোদের হয়রে মনে
সাতটা সালাম করি।
তোদের চলার পথ দেখে ফের
তওবা তওবা করি।
দেখছি এখন কপাল ঢাকা,
হর কিসমের নক্সা আঁকা,
টুপির বহর দেখে আবার
চোখ ঘোরে না মোটে।
এর জন্যই তোদের বুঝি
হাজার নেকি জোটে?
কলিওয়ালা কোথায় গেল
পাঞ্জাবী এ কে বানালো?
সত্যি করে বল তো তোরা
সেই হুজুরের নাম।
হুজুর পাগলা বলেই তোদের
কাছে ওদের দাম।
ইসলামে নেই বাহার চমক
দেয়নি রসুল কাউকে ধমক,
সত্য সরল মিষ্টি কথায়
ভরিয়ে দিত প্রাণ।
তার বদলে আজকে শোনাও
ক্লাসিক গানের টান।
টান টোনেতে হয় না কিছু
সময় বয়ে যায়।

মিলবে টাকা আসল ফাঁকা
করবে সেদিন হায়।
ও মওলানা রাগ কোরো না
নবীর আদেশ ভেবে দেখো না।
খোদার কালাম লিখে তুমি
তাবিজ করে দিলে,
কাজ হল কি খোঁজ নিলে না
সাতশো টাকা নিলে।
ও মওলানা ঠিক হল কি,
এই মোমিনের কাজ
খোদার কালাম বিকিয়ে পকেট
ভরিয়ে নিলে আজ।
কোরান হল জ্ঞানের জ্যোতি
অন্ধকারে আলো।
যাচাই করার কষ্টি পাথর
কোনটা সঠিক ভাল।
হায়রে খোদা জগত তোমার
দেখছ তুমি সবই।
দয়ার সাগর দীনের বন্ধু
সত্যি তোমার নবী।
ভুল যদি হয় লেখায় আমার
মাফ করিও মোরে।
দুখীর দুঃখে প্রাণ কাঁদে তাই
লিখনু এমন করে।

প্রিন্স অফ হরিয়ানা

শিশুরা সবাই মাসুম বাচ্চা
নিষ্পাপ মহা প্রাণ।
জাত বেজাতের নেইকো প্রশ্ন
মানুষের সন্তান।
সব শিশুকে যারাই মানুষ
তারাই ভালবাসে,
তাদের দুঃখে প্রাণ কাঁদে তাই
মানুষেরা ছুটে আসে।
সবাই আমরা সেই আদমের
ইভের বংশধর।
এই জগতে আমরা করেছি
নিজেরা নিজেকে পর।
করেনি কো প্রভু স্বার্থের লোভে
আমরা করেছি ভুল।
কাঁটার বেড়াতে জড়ায়ে আমরা
তুলিতে পারেনি ফুল।
ফুল আর ভুল
কূল প্রতিকূল
ব্যবধান বহু দূর।
গানের ছন্দে সুরের লহরে
শুনিতে যে কি মধুর।
আসলে বন্ধু সঠিক বেঠিক
জ্ঞানীরাই শুধু বোঝে।
অজ্ঞানতার আঁধারে প্রভুকে
মূর্খেরা শুধু খোঁজে।

মালিক সবার সবাই সমান,
বিশ্ব জগত সবই তাঁর দান,
সমভাগীদার আমরা সবাই
কমা বেশী কিছু নেই।
রাজা মহারাজ আমীর ফকির
আমরা হই না যেই।
জাত বেজাতের এই যে বিধান
জগতে বানালো যারা।
মানুষ নয়কো হয় মানুষের
প্রধান শত্রু তারা।
না চেনে খোদা না চেনে আল্লা
চেনে না কো ভগবান।
কারে চেনে ওরা, ওরাই জানে না
চেনে শুধু শয়তান।
অন্যায় যত অবিচার আর
হিংসার দাবানলে।
দুনিয়া জ্বলুক সাবাস শিষ্য
একেই ধর্ম বলে।

পৃথিবী তোমায় চিনতে পারিনি

পৃথিবী তোমায় চিনতে পারি নি,
এত দেখে শুনে তবু বুঝতে পারিনি,
কেন যে পারি না
তাও তো জানি না।
কোন সে মায়ার টানে।
কার মায়া আর কিসের মায়ার
জোয়ার ছুটিছে প্রাণে?
এ তো নয় সখা গঙ্গা যমুনা
পদ্মা নদীর ঢেউ।
মন দরিয়ার আশার জোয়ারে
দাঁড়াতে পারে না কেউ।
সবই ভেসে যায় আশায় আশায়,
কাউকে ডোবায় কাউকে ভাসায়,
কেউ পায় কূল না পেয়ে আকূল
হয় কত পেরেসানী।
শুধু নিরাশার মন বেদনায়
আঁখি পাতে ঝরে পানি।
কিযে এঁকে যায়, কার ইসারায়
শিল্প কি একে বলে?
মুখ মন্ডলে দুঃখের ছবি
ভাসিছে নয়ন জলে।
একি সহা যায়? বল মা ধরণী,
তুমি তো মোদের বিশ্ব জননী,
তুমি দেখ আর চুপ করে থাক
কও না তো কোন কথা।
কেন কেন মা গো, তুমি কি বোঝো না
মোদের প্রাণের ব্যথা?

তোমার কি নেই করার ক্ষমতা?
তবে কেন দিলে শুকনো মমতা?
তুমি কার বল, স্রষ্টা কে তব
বলতে আমাকে হবে।
তুমি কি মরিবে আমাদের মত
সে দিন বল তো কবে?
তাই যদি হয়, প্রাণে জাগে ভয়,
হায় মোরা কোথা যাব?
কার দরবারে ঠুকি যদি মাথা
শান্তির ছায়া পাবো?
সে কে? কোথায় সে থাকে
কিবা বল তার নাম?
তাঁহার স্মরণে যশগান গাবো
প্রতিদিন সুবহে সাম।

ঠেলার কাছে মাথা হেঁট

চোরকে ধরেও ধরিতে পার না
সাধুকে ধরিয়া বাঁধো।
বালিশ পেটাতে ভাল লাগে সখা
লোহার বেলাতে কাঁদো।
সমাজ বিরোধী চোর খুনি যারা,
চোখের সামনে রোজ ঘোরে তারা,
দেখেও দেখ না চোখ বুজে থাক
দেখ ভিখারীর থলি।
ব্যাগ ভরা চাল অতগুলো টাকা
বল তো কোথায় পেলি?
সাবাস বাপের বেটা!
ঠিক ধরেছ আসল দোষী
বকসিশ্ জুতো পেটা।

ইমরানা

শোন মুসলিম বুদ্ধিজীবি
মৌলভি মওলানা।
বলদের ঠুলি চোখে আছে না কি?
কানে কি বদ্ধ কালা?
দেখতে পাওনা, শুনতে পাওনা
হাত ধরে চলো নাকি?
সত্যি তোমরা সমাজের কাছে
বার আনা দিলে ফাঁকি।
কোরান হাদিস পড়েছ ঠিকই
বুঝতে পার না কিছু।
জাতি ধর্ম চুলোয় ঢোকায়ে
ছুটেছ টাকার পিছু।
ওয়াজ আর ওয়াজ কর শুধু হজ্ব
দাও আমাদের টাকা।
কবরের মাঝে দেখবে তোমরা
জান্নাত ছবি আঁকা।
এমনি করিয়া চালাও বন্ধু
বুঝবে কবর মাঝে।
কোথাকার পানি কোথায় গড়াবে
কোনটা লাগিবে কাজে।
চালাও পানসী গাড়ি
মুসলিম আজ খুনের লহরে-
খাইতেছে গড়াগড়ি।
ইমরানা নিয়ে শোন নাই কিছু
দেখনি কাগজ পড়ে।

যা বলার নয় বলছে দেখনা
সবাই মাথায় চড়ে।
সত্য ধর্ম, সত্য কোরান,
সত্য হাদিস বটে।
কেন তবে আজ পার না রুখিতে
মিথ্যা যা কিছু রটে?
দলাদলি আর ক'রো না বন্ধু
স্বার্থ ভুলিয়া সবে।
একতাবদ্ধ হও যদি আজ
জয় তোমাদেরই হবে।

ও মুসাফির (গজল)

ও মুসাফির যাও মদিনায়
সঙ্গে আমায় নাও না ভাই।
আঁধার রাতে মরুর পথে
আলো যদি না রয় সাথে
আমি কমলিওয়ালার দীপ্তি শিখায়
নূর আরাবী জ্বালতে চাই।
মরুর পথে পানি বিনে,
মরণ যদি আসে ক্ষণে।
যেন কমলিওয়ালার নূর মোবারক
মরণ কালে দেখতে পাই।
রোজ হাসরের সেই সে দিনে
নবী যদি লয় গো চিনে,
জ্বলুক না সেই সপ্ত নরক
রহমে খোদার ভয় তো নাই।

সবাই আমার ভালো (গজল)

সবই তোমার ভালো খোদা
সবাই আমার ভালো।
ধরণী তাই ভরিয়ে দিলে
মায়ার জ্যোতির আলো।
আকাশ বাতাস চন্দ্র তারা
পাহাড় নদী বন।
মায়ার জালে জড়িয়ে খোদা
বাঁধলে সবার মন।
প্রাণ কাঁদে তাই সবার লাগি
হোক না আঁধার কালো।
সৃষ্টি জগত সাজিয়ে দিলে
মনের মত তুমি।
তাই তো আজো তোমার নামে
জাগছে বিশ্বভূমি।
নেই কোন ভেদ তোমার দয়ায়
সবাইকে তাই পালো।
সৃষ্টি সেরা আমরা সবাই
হই না হাজার জাতি।
জীবন চলার পথে মোরা
সবাই সবার সাথী।
জ্বালিয়ে দাও আজ হিংসুটে মন
প্রেমের প্রদীপ জ্বালো।

পৃথিবী নিয়েই থাক

পৃথিবী নিয়েই থাক।
রঙিন আশার স্বপের ছবি
যত খুশি বসে আঁকো।
আঁকিতে আঁকিতে শুকায়ে যাইবে
নানান রঙের তুলি।
সফল কিন্তু হবে না বন্ধু
রঙিন স্বপন গুলি।
প্রেম ভালবাসা যৌন আবেগে
প্রাণ ভরে স্বাদ মেটাবে অনেকে।
জোয়ার যে দিন থেমে যাবে সখা
পড়ে রবে কানা নদী।
শান্তি কিন্তু তোলা রবে ভাই
বৈধ না হয় যদি।
বাঁশির কণ্ঠে তারের বুকেতে
যত সুর আছে ভবে।
গানের ছন্দে মিলন ঘটাতে
একদিন শেষ হবে।
সে দিন কিন্তু ছন্দ হারা
বেসুরে গাহিবে গান।
চাইবে না মন শুনতে বন্ধু
ঝালা পালা হবে কান।
গুল বাগিচার ফুলের বাহার,
এত সুন্দর কি কহিব তার,
যত সুন্দরই হোক না বন্ধু
ঝরে যাবে সবই ফুল।
বন্ধু এবার বোঝ না জীবনে
কত না করেছি ভুল।

রোডেসিয়ান

শোন রোডেসিয়ান, সাদা খৃস্টান,
অত্যাচারীর দল।
তোরা ভেবেছিস বিশ্বে মোদের
শ্রেষ্ঠ শক্তি বল?
তোরা ভেবেছিস আসমানী দূত
মোদের জন্মদাতা।
নরকের দাসী কৃষ্ণনাঙ্গদের
যেন হতভাগী মাতা।
যেন খৃস্টের সুত পুত্র
বলে তোরা মহিয়ান।
ওদের কপালে লিখিয়াছে শুধু
গ্লানি আর অপমান।
যেন সন্তান নয় আদমের
পৃথিবী ওদের নয়।
বর্ণে শ্রেষ্ঠ বলে তোরা বুঝি
বিশ্ব করিবি জয়?
হও আজি হুঁশিয়ার
বিশ্ব পালক দুনিয়া ব্যাপিয়া
মহান শক্তি যার।
আদমই বিশ্বে সৃষ্টির সেরা
পৃথিবীর গৌরব।
বর্ণ কখনো পারেনি ছড়াতে
ধরণীতে সৌরভ।

বিশ্বকবি

বিশ্ব কবি তুমি রবি
দিয়েছ জগত ভরিয়ে আলো,
জ্ঞানের ছটায় দূর করিলে
অজ্ঞানতার আঁধার কালো।
তোমার ভাষা তোমার আশা
হয় না দেরি বুঝতে কারো
বিশ্ব প্রভুর গুণ কীর্তন
তুমিই ঠাকুর করতে পারো।
বিশ্ব জগত কিসের মেলা
ঠিক বুঝেছ, কেই বা জানে।
ঘুরছে বেকার বিশ্ব মানব
স্নেহ মায়া প্রেমের টানে।
তোমার লেখায় সরল রেখায়
ভাবের গন্ধ উথলে ওঠে।
প্রেমের ছোঁয়ায় ফাগুন হাওয়ায়
গুল বাগিচার পুষ্প ফোটে।
কেউ বোঝে কি জানি না তাও
আমি কিন্তু তোমায় বুঝি।
তাই তো আমার লেখায় গুরু
তোমার ছন্দ আমার পুঁজি।
ছন্দহারা আজ কবিতায়
মন দোলে না সত্যি গুরু।
কোন কবি সে তাও জানি না
কেন এমন করল শুরু।
প্রিয়ার আশার মনে ভাষার
ছন্দ দোলে স্বর্গে জানি।
আজ মনে হয় গুরু তোমায়
পাতাল খুঁজে তুলে আনি।

কপাল

ফুল তুলতে সবাই তো চায়
কেউ বা তোলে ফুল।
কাঁটার আঁচড় খেয়ে কারোর
ভাঙল মনের ভুল।
চাওয়া পাওয়ার এই দুনিয়ায়
মিলবে কপাল গুনে।
কেউ কাঁদে কেউ হাসে আবার
সোনার ফসল বুনে।
ভাঙা গড়ার এই ধরাতে
রয় না চিরকাল।
হোক না জ্ঞানী যতই দামী
থাক না সে বিশাল।
টাকার জালা প্রেমের খেলা
বিশ্ব মায়ার টান।
ডাক এলে ভাই যেতেই হবে
নেই কো পরিত্রাণ।
মনের আশা মুখের ভাষা
বেকার হল জমিন চষা।
এই দুঃখের মাঝে আবার বাজে
স্বর্গ সুখের হাসি।
তাই তো মোরা এই দুনিয়ায়
বাঁচতে ভালবাসি।

মৃত্যু যখন অনিবার্য্য

মৃত্যু যখন অনিবার্য্য
সময়ের নেই জ্ঞান।
কেন যে মানুষ করে যায় তবু
বিশ্ব প্রেমের ধ্যান।
জগত তো ফাঁকা বৃথা মোর ডাকা
কেউ তো আমার নয়।
এ জগতে জানি কেউ তো পারে নি
মৃত্যুকে পরাজয়।
আমি কারো নই নেই মোর কিছু
জীবন ভরিয়া ছুটে মরি পিছু।
ধরিতে পারি না মরুচিকা সম
কাঁদি শেষে নিরাশায়।
একূল ওকূল, সব কূল গেল,
পরকালে কোথা দাঁড়াই যে বল
শেষ বিচারে কেউ নেই পাশে
একি হল হায় হায়।
এত জপাজপি মন প্রাণ সঁপি
আজ তারা গেল কোথা চুপিচুপি,
ভুল করে আমি মূল ছেড়ে দিয়ে
কি কাজ করেছি প্রভু।
সব বুঝে শুনে, এত বার গুণে
ভুল কেন হল তবু?
সরল রেখা তো একটাই হয়
যতবার টান তুমি।
বক্র রেখা তো মায়ার জালেতে
বেঁধেছে বিশ্বভূমি।

সূর্য্য হইতে আলোর ছটা
যেমনি জগতে আসে।
প্রভুর নিকটে যাবার পথ তো
জ্ঞানের আলোকে ভাসে।
সত্য সত্য, কভুতো করে না
সন্ধি কাহারো সাথে।
আলো আঁধারের মিলনের খেলা
কভু কি ঘটেছে রাতে?
প্রভু একা তাই বলে এক মত,
এক ছাড়া নেই আর কোন পথ,
যত খুশি ভাব সব বাঁকা পথ
নরকে গিয়াছে থামি।
কেবল সরল সঠিক পথ তো
স্বর্গে এসেছে নামি।

সেকাল একাল

সেকাল একাল
সকাল বিকাল।
তফাত যেমন আকাশ পাতাল।
সেই দুনিয়া এই দুনিয়া
দুনিয়া কিন্তু একই তো আছে।
অন্তরে এর সব কিছু হায়
দেখছি এখন বদলে গেছে।
হচ্ছে সকাল উঠছে রবি
দেখছি কত লোহিত ছবি,
সে ছবি এ ছবি ঠিক আছে সব
কেন যে হাসেনা হৃদয় আমার।
কেন খোঁজে হায় কাকে তো জানি না
আমি তো সত্যি নিকটে তোমার।
আঁধার আকাশে চাঁদ তারা হাসে
সেকালে হেসেছে এমনি হাসি।
কেন বল আজ ভোরের আকাশে
প্রাণ ভরা সুরে বাজে না বাঁশি?
কোকিলের সুরে পাপিয়ার গানে,
যে ভাব জাগিত সেই অনুক্ষণে,
প্রেমের দোলায় দুলেছ নয়নে
কোথা আজ প্রিয়া তুমি।
তাই শুধু আজ তোমারে স্মরিয়া
দিয়ে যাই মুখে চুমি।
সে কালের গান, কি মধুর তান
সুরের লহরে ভেসে যেত প্রাণ।

দুখের সাগরে সুখের কিনারা
আমরা পেয়েছি খুঁজি।
তোমরা বন্ধু বুঝিবে না আজ
আমরা কিন্তু বুঝি।
সেকালে দেখেছি প্রাণ ভরে আমি
ষষ্ঠ ঋতুর খেলা।
আজ কেন চোখে পাই না দেখিতে
হারান খুশির মেলা।
এমনি করিয়া কোথা চলে গেল
হারান দিনের খুশি।
সোনার ফসল কোথা গেল আজ
পড়ে আছে সবই তুষি।
ধর্ম তো বলে লজ্জা নারীর
শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।
আজ পায় তারা, বেআব্রু যারা
সোনার পুরস্কার।
মেঘের ঘোমটা সরায়ে যখনি
পূর্ণিমা চাঁদ হাসে
রূপের ঝলকে ধূলার ধরণী
প্রেমের জোয়ারে ভাসে।
ঘোমটা বিহনে বাংলা বধূর,
শোভা তো পায় না মাথার সিঁদুর।
সোনার মুখ তো ওঠে নাকো জ্বলে
পূর্ণিমা চাঁদ সম।
তাই মেঘের মতনই মুখের ঘোমটা
ভালবাসে প্রিয়তম।
সেকালের মত একালে দেখছি
আকারে মানুষ আছে।

হোলে কি হবে স্বভাব চরিত্র
সবটা পাল্টে গেছে।
প্রেম ভালবাসা মায়া ও মমতা
শ্রদ্ধা ভক্তি কোথায় সমতা?
সবই পুড়ে আজ ছাই হয়ে গেছে
হিংসার দাবানলে।
পাই না দেখিতে মায়াভরা আঁখি
অভিমানে তারা জ্বলে।
সৃষ্টির সেরা মানুষ তো জানি
মানুষের লাগি ধর্মের বাণী,
জ্ঞান বিবেকের অধিকারী মোরা
তাই তো মোদের মান।
সবার চাইতে অধিক মূল্য
মানুষের মহাপ্রাণ।
হায় ভগবান একি হল আজ,
আইনের চোখে পশু মহারাজ,
এদের বাঁচার তাগিদে আজকে
দিতে হবে নরবলি।
উল্টো চাকায় ঘুরছে বিধান
এই তো যুগের কলি।

একালের গান বাজনা

একালের গান বাজনা,
শুনবি যদি নেংটি পরে
আদুল গায়ে বসনা।
যেমন শব্দ তেমনি ভাষা,
মুখে যেন আমড়া ঘষা,
দাঁত খিঁচানো বেসুর গানে
ভয়ে ছোটে প্রাণ কাবুল পানে,
তালের বেলায় ঢোলক ভায়া,
জোরসে বাজায় টাক্ ডুমাডুম।
পড়ছে যেন ইরাক মাঝে
মার্কিনী সব বিরাট সে বোম।
ঘুমের ছেলে কাঁদছে বসে
রোগীর মাথায় বরফ ঘোসে,
ভাবছে বসে সিস্টারদী, আসবে কখন ঘুম।
সুরের লহর ছাগল ডাকা,
গাধার আওয়াজ আসর ফাঁকা।
নাচছে যত ছোঁড়া ছুঁড়ি প্রেমের নেশায় ঘোর,
মা কাকিমা সরমে তাই দিচ্ছে ঘরে দোর।
হায় ভগবান সত্যি কি তাই
এটা কলির কাল।
দাও না প্রভু উল্টে এবার
বিশ্ব তরীর পাল।

লাল নিশান

কালমার্কসের মূর্তি পূজিয়া,
লেনিনের বাণী মগজে গুঁজিয়া,
লাল নিশানের চমক দেখায়ে
ভুলালে বঙ্গবাসী।
বামফ্রন্টের ইতিহাসে আজ,
মানুষের মাথে ফেলিয়াছ বাজ
হাহাকার আর কান্না দেখিয়া
হাসিছ অট্টহাসি।
বাঙালী মনীষী এরা নয় কিছু
রাশিয়ার লাল লেজ ধরে পিছু,
যতই ছোট রে হাল্লাক হবি
পাবি নাকো ধরাকূল।
পরিশেষে তোরা আফসোস করে
ছিঁড়িবি মাথার চুল।
মধুসূদনের মত হবে দশা
মরুর বুকেতে বৃথা হবে চষা
ফলের বদলে কুফল মিলিবি
কাঁদিবিরে আঁখি নীরে।
পরিণামে তোর কলিজার খুন
ঝরিবে রে ধীরে ধীরে।
কত মানুষের কত অভিশাপ
খোদ খোদা সেও করিবে না মাফ,
লাল নিশানের ভেলকি চমকে
তোরা হবি দিশাহারা।
হাসিবে সে দিন বাংলার মাটি
কেঁদে হবি তোরা সারা।

দেখ জার্মান, ভুলে অভিমান
ভেঙে দিল বেড়া করে খান খান,
ভায়ে ভায়ে আজ হাতে হাত রাখি
গাহে মিলনের গান।
লাল নিশানের স্মৃতিটুকু আজ
মুছে দিল আফগান।
রাশিয়া রাশিয়া করিয়া মরিলি,
পরিণামে দেখ মোদের মারিলি,
মরিলি মারিলি যাহার লাগিয়া
সে তো আজ মরে মাটি।
বল, কমরেড কোথায় তোমার
সাধের সে রাঙা পার্টি।

কিশোরদের গান

আমরা কিশোর গোলাপ কুঁড়ি
বাংলা মায়ের প্রাণ।
হিংসা ভুলে মানব সেবায়
জান দিব কোরবাণ।
মোদের আশায় ভালবাসায়
ফুটবে মায়ের হাসি।
সাম্যবাদের গান মোরা তাই
গাইতে ভালবাসি।
জাতির বিচার নেই আমাদের
বর্ণ দেখা নজর যাদের
সবাইকে তাই বন্ধু বলে
বুকের মাঝে টানি।
মানুষ মোরা সৃষ্টি সেরা
সবাই মানুষ জানি।
মোদের বুকের সুবাস লয়ে
ছুটবে দখিন হাওয়া।
ধন্য হবে সত্যি মাগো
মোদের এ গান গাওয়া।

মরণ ভাবনা নেই যেখানে

কবরভূমি শ্মশানভূমি
নিরবতা ভরিয়ে বুকে।
জগত ছেড়ে যারাই গেছে
ঘুমিয়ে আছে সে এক সুখে।
নেই কোলাহল বেচা কেনার
খেলার খবর নেই এখানে।
কোন্ পার্টি আজ করছে শাসন
দেশের কি হাল কেউ না জানে।
প্রেমের খেলার কি যে জ্বালা
জ্বলছে না কেই কবর মাঝে।
কোর্ট কাছারীর নেই কো তাড়া
কেউ ডুবে নেই আপন কাজে।
দুনিয়া জুড়ে বাঁচার লাগি
বিশ্ব মানব ভেবেই সারা।
খুশির দোলায় দুলছে মানুষ
এই ধরাতে আত্মহারা।
সাদীর লাগি ভাবছে না কেউ
মেয়ের বিয়ে কোথায় কবে?
কেউ ভাবে না খাজনা বাকীর
জন্যে ভিটা নিলাম হবে।
দাঙ্গা ফ্যাসাদ খুনোখুনি
মারামারির এই দুনিয়া
কেউ কাঁদে না হেথায় বন্ধু
আপন জনের দুখ শুনিয়া।
আমার প্রিয়া কোথায় কেমন
কোন দুখেতে কাঁদছে বসে।

দেখতে আমি পাবো না হায়
কবর যদি ফেলিই চষে।
ঝড় তুফানে যায় যদি হায়
ছিটকে জগত আকাশ চুড়ে,
সূর্য্য খসে পড়েই যদি
যায় চলে যায় পাতাল ফুঁড়ে।
মরার ভয়ে কেউ কাঁদে না
ছোটে না কেউ দেশান্তরে।
মরণ খাটে চড়েই ওরা
পৌঁছে গেছে বিশ্ব পারে।

এই কি বিচার

সবাই ভাল আমি খারাপ
সবাই আমার দাদা।
ঘোড়া সবাই এই জগতে
আমি একা গাধা।
এতেও কিন্তু নেই কো রেহাই
বোঝা আমার পিঠে
চলছি আমি মারছে তবু
বলছে বড় ঢিটে।

জাগ্রত হও

শোন মুসলিম, জাগ্রত হও
হও আজি হুশিয়ার।
ঐ দেখ চাহি ভারত গগনে,
প্রলয় বিষাণ বাজিছে লগনে,
অপব্যাখার তীক্ষ্ণ নখরে
ফাড়িছে আল কোরান।
তোরা মুসলিম? মোনাফেক তোরা
কে বলে মুসলমান?
তোরা মনতন্ত্রের মন্ত্র চালায়ে
মহা মিলনের রজ্জু জ্বালায়ে,
মুসলিমে তোরা বিভেদ বাঁধায়ে
করে দিলি ছারখার।
কে বলে তোদের ধর্মের নেতা
তোরা হলি, ঠিকাদার।
ভুলে গেলি তোরা আখেরী ভাষণ
মীনা পাহাড়ের পরে,
যার মূল কথা ছিল নবীজীর
মিল রেখ ঘরে ঘরে।
ঘর তো জ্বালালি, পরকে হাসালি
আখেরে ইমান ধূলাতে লুটালি,
ইসলামি হুস হারায়ে বেহুস,
তোরা হলি ধরাতলে।
মান সম্মান অর্থের লোভে
সব দিলি রসাতলে,
কে বলে তোদের নায়েবে রসুল,
ছিড়ে দিল গাঁথা মিলনের ফুল
মিলে গরমিলে বাধায়ে দ্বন্দ্ব
এ কিসের পরিণাম।
এই কি লিখেছে হাদিসের বুকে
নবীজীর ফরমান?

ঈদ মোবারক

নীল গগনের পশ্চিমে ঐ
দেখছি রে আজ ঈদের চাঁদ।
ভাঙল আজি ভাঙল কে হায়
বিশ্ব মাঝে খুশির বাঁধ।
উথলে ওঠে প্রাণখানি আজ
ভাবলে পরে ঈদের নাম।
আনন্দে মোর বাক্ রুধে যায়
হাত তুলে তাই দিই সালাম।
মুসলিমে আজ খোদার এ দান
শান্তি আনে বুক ভরে।
দোস্ দুষমন সব ভুলে আজ
মিলব সবার হাত ধরে।
কোন সে ফুলের গন্ধ রূপে
ফেতরা লভে দীন যারা।
খুশির ঝড় আজ লাগল প্রাণে
খুসবুতে সব হয় হারা।
ঈদগাহে তাই নাই ভেদাভেদ
ফকির আমীর সব সমান।
বর্ণজাতির নেই কো বিচার
ইসলামের এই সংবিধান।
আজ মিলনের স্রোত বহে যায়
ডুবিয়ে সারা মুসলিমে।
জাগায় শান্তি মধুর মিলন
বিশ্বে শুধু ইসলামে।

অবসর

আসিলে বন্ধু যাইতে হইবে
এই ধরণীর রীতি।
আসা যাওয়ার এই মেলাতে
থাকবে শুধু স্মৃতি।
সবার চলা সবার বলা
সবার রূপের ছায়া।
ভাসবে আমার আঁখির পাতে
সত্যি যেন কায়া।
ছাত্র জীবন, খেলার জীবন
কর্ম জীবন মাঝে,
কত অভিনয় করলে বন্ধু
নিত্য নতুন সাজে।
কত কোথাকার কি নাম জানি না
কত মানুষের সাথে।
চেনা অচেনার মিলন ক্ষেত্র
দেখেছিনু রাজপথে।
সবাই আপন সব ভাই ভাই,
মানুষের মাঝে কোন ভেদ নাই।
এ ছবি ভুলিব আজকে কেমনে
আঁখি পাতে আসে জল।
আমার দুঃখ আমি বুঝি সখা
তোরা কি বুঝবি বল।
বন পথ বেয়ে যেতাম যখন
মাঠের সে আল ধরে,
কত বন ফুল লুটায়ে পড়িত
পায়েতে প্রণাম করে।

প্রকৃতি খেলা এ মধুর মেলা
হৃদয়ের স্মৃতি পটে।
যমুনার ঢেউ জ্যোৎস্না মাখিয়া
আছাড় খাইত তটে।
এমনি করিয়া কত যে বছর
কতদিন গেছে কেটে।
ব্যথা হয়ে যেত জল কাদা পথ
খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে।
ষাটটি বছর কেটে গেল যবে
জীবনের মত ছুটি।
কত যে চিন্তা ভাবনার জাল
মাথায় আসিল জুটি।
আমার প্রাণের বন্ধু যারা
আঁখির আড়ালে কোথা আজ তারা,
পাবোনা দেখিতে এ নয়নে আমি
হারায়ে গিয়াছে সবই।
দুঃখ হত না হৃদয়ে আমার
যদি না হতাম কবি।

হায় বাঙালী

ঝাড় গ্রামের নিতাই মাঝি
পড়তে আমি যাই।
পড়ার শেষে ভাবছি বসে
করব কিবা ছাই।
কারখানা তো বন্ধ সবই
নেই কো দাদার কাজ,
বাবা বেকার মায়ের অসুখ
এই তো দেশের রাজ।
আজ বাংলার একি দশা
সোনার নাকি দেশ?
জীর্ণ দেহ বাংলা মায়ের
ছিন্ন মায়ের বেশ।
দুখিনী মোর দেখছি মায়ের
চোখের কোণে জল।
রক্ত দিয়ে স্বাধীন হওয়ার
এই কি চরম ফল?

আজকের এ'সময় (গান)

আজকের এ'সময়।
হাত ধরে চলো ছেড়োনা বন্ধু
পড়ে যাবে নিশ্চয়।

দুর্গম পথ গভীর আঁধার
কান্নার সুর ভেসে আসে কার,
শুনে কাঁপে দিল, হায় হায় একি
প্রাণে জাগে মহা ভয়।

জাতি ভেদাভেদ ভুলে যাও ভাই
দরদী বন্ধু আজ কেহ নাই
দলাদলি তাই দলের লাগিয়া
মোদের লাগিয়া নয়।

বাঁচার লাগিয়া হাতিয়ার তাই
আমাদের মন বল,
মানুষের লাগি মানুষ আমরা
মোদের মিছিলে চল,
দেখিবে বিশ্ব অবাক হইয়া
মিলনের গান চলিছে গাহিয়া
ভয় নাই, সাথে বিশ্ব মানব
জয় হবে, হবে জয়
আমাদের জয় হবে, হবে জয়।

বন্ধ, বন্ধ, বন্ধ বোলো না (গান)

বন্ধ, বন্ধ, বন্ধ বোলো না,
তওবা, তওবা করো।
মুখেতে কখনও বোলো না ওকথা
তওবা তওবা করো।
বন্‌ধে মৃত্যু, বন্‌ধে আঁধার,
বন্‌ধে ধরণী হবে চুরমার
জীবনে বোলো না কখনো বন্ধ
তওবা, তওবা করো।
বন্‌ধ যাদের হাতিয়ার তারা
[illegible]ভাঙার দল।
মানুষের ভাল চায় না তারা
সবাই আজকে বল।
আমরা বাঙালী বাংলা মোদের
এ দেশ নয়কো কারো,
শোন হে বন্ধু ভুলেও বোলো না
তওবা তওবা করো।
বাঙালীকে আজ ভিখারী বানালো
তোদের লাল নিশান।
শিক্ষা শিল্পে তোরাই ডোবালি
বাঙালীর সম্মান।
ভুলে ভেদাভেদ উর্দ্ধ গগনে
বজ্র মুষ্টি ধরো।

তক্দীর

সবই খোদা তুমি জান!
সৃষ্টির মূলে গোপন যা আছে,
জ্ঞান তো পারে না যেতে তার কাছে,
আপন খেয়ালে খেলে যাও তুমি
বুঝিতে দাও না কেন?
তোমার সৃষ্টি আমরা সবাই
কেউ করে কেন কাউকে জবাই
কেন জ্ঞানী কেউ মুর্খ জালিম
কেন সুখী দুখী হবে?
তোমার জগতে তুমি তো পাঠালে
দোষ কি করিনু কবে?
কেউ খায় কেউ ফেলে দিয়ে যায়
না চেয়ে অনেকে ঢের বেশী পায়
কেউ কাঁদে কেউ হাসিতে লুটায়
এ সবই তোমার খেলা।
বিশ্ব তব কি পাগলা গারদ
নানা পাগলের মেলা?
মানুষ মোরা তো তোমার সৃষ্টি
সাজালে পৃথিবী ঝরায়ে বৃষ্টি
রং তো দিলে না পানির মাঝারে
কোন্ সে দেশের জল।
বর্ণ ভেদের অভিশাপে কেন
আঁখি করে ছলছল?
কালো গোরা ভেদ একি অপমান,
কি আছে জানি না তব সম্মান,
তোমার খুশিতে তুমি চাল ঘুঁটি
আমরা বুঝি না কিছু।
জয় পরাজয় ধরার বুকেতে
ইনাম মিলিবে পিছু।

কত মানুষের মনে কত রেখা,
তাদের কপালে সে যা আছে লেখা,
শ্রম তারা করে জীবন লড়ায়ে
আশা তো মেটে না তাতে।
মেটা না মেটার ইচ্ছা সেটুকু
সবই তো তোমার হাতে।
গাড়ী চড়ে কেউ, পিষে মরে কেউ
ভাঙা গড়া সবই করে যায় ঢেউ।
কেন করে কার কোন ইশারায়
কি যে আছে লাভ ক্ষতি।
কভু সম্পদ বোঝে কি হিসাব
মালিকের মতিগতি?
চলনে বলনে, জীবনে মরণে
যত কিছু ঘটে তোমার কারণে
সবই খোদা তব হুকের বাঁধনে
মোরা ঘুরি ধরা তলে।
সাধ্য মোদের সরিবার নাই
বিবেকের মহাবলে।
শয়তান তুমি পাঠালে ধরায়
জান সবই তুমি কাকে কি করায়,
সাথে আছ তুমি কেন মোরা হারি,
এ কেমন পরাজয়।
পরকালে খোদা দেবে কি আমারে
নরকের মহাভয়?
ভরসা মোদের তুমি খোদা জানি,
দয়ার সাগর হৃদয়েতে মানি
আখেরী নবী তো তোমার হাবিব
উম্মত আমি তার।
সে ঘোর তুফানে ভব কান্ডারী
দয়া করে দেবে পার।

বুজরুকি ছোড়, দিল না তোড়

ইসলাম যদি হয় রে শান্তি
মুসলিম অনুসারী।
যার রসুলের উম্মত মোরা
বান্দা আমরা তারই।
বান্দা যদি সে হয় রে গোলাম
আমরা সবাই একই তো হলাম।
গোলামে গোলামে ভেদাভেদ কেন?
গোলামী মোদের কাজ।
গোলামী পোষাক পরিতে বন্ধু
কেন তবে এত লাজ?
পরেছে আদম পরেছে মুসা
ঈশাও পরেছে জানি।
পরেছে খোদার প্রিয় নবী যিনি
বিশ্বের মহাজ্ঞানী।
লম্বা গোলেতে কেন রেষারেষি
দাম কারো নয় এতে কম বেশী
মাথা ঢাকা দেওয়া এই শুধু জানি
সুন্নতি পরিচয়।
আসল কাজ না করিলে বন্ধু
হবে না আখেরী জয়।
ইমানের জোস আমলের মাঝে
আকিদা যদি না সেথায় বিরাজে
জিন্দেগী ভরা বন্দেগী তোর
ফোটাবে না কোন ফুল।
পরকালে তোর হিসাব নিকাশে
সব হয়ে যাবে ভুল।

আকিদা প্রথম আকিদা শ্রেষ্ঠ
আকিদাই মহাটান।
প্রাণী জগতের সজীবতা আনে
যেমনই যে যার প্রাণ।
প্রাণ বিনা দেহ অসার বস্তু
অঙ্গে কি বা দাম।
আকিদা বিহীন ঈমান আমলে
হবে না কো কোন কাম।

গুরুজী

গণতন্ত্রের মহামন্ত্র
এমনই শেখালে গুরু,
পিতামাতা আর শিক্ষকগণে
পেটাতে করিল শুরু।
গালাগাল দিলে দোষ কিছু নেই
বাক স্বাধীনতা বলে,
তুমি বল গুরু এমনি করিয়া
দেশ কি কখন চলে?

দুনিয়ার মজা

করলি বাড়ী কিনলি গাড়ী
চিনলি শুধু টাকা।
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটাকে
রাখলি শুধু ফাঁকা।
এলেম গুণের বুঝলি না গুণ
চিনলি না কো গুরু।
রং তামাসার নোংরা খেলায়
করলি জীবন শুরু।
গান বাজনার ঝংকারে
আর শরাব শাকীর কোলে
ফুরিয়ে গেল জওয়ানী তোর
যৌন জ্বালায় জ্বলে।
জীবন যে তোর কচুপাতার
শিশির কণা জল
রোগ বিপদের ঘূর্ণি হাওয়ায়
করছে রে টলমল।
কেউ জানে না কোন সময়ে
কোন সে হাওয়ার দোলে।
মরণ নেশার হায় কি সুখে
শয়ন মাটির কোলে।
এই তো জীবন শুধুই স্বপন
কাটলে ঘুমের ঘোর।
বুঝবি যখন করার কিছু
থাকবে নাকো তোর।
মানুষ হয়ে না থাকে হুঁস
বেহুঁস হয়ে চলো।
দুখের বোঝা বইতে হবে
বইবে কে হায় বলো।

পথ ভ্রষ্ট যুব সমাজ

মানুষ মোরা মানুষ সবাই
সব অধিকার মোদের আছে।
মানুষ মেরে মানুষ বাঁচার
নেই অধিকার কারোর কাছে।
হাজার হাজার প্রাণী এল
এই জগতে হুকুমে যার,
সৃষ্টি সেরা মানুষ তুমি
এই কি তোমার শ্রেষ্ঠ বিচার।
বাদশাহ রাজা যাই হও না
বিজ্ঞানী হও আরও কিছু।
বিবেকহারা মানুষ যারা
পশুর থেকেও অনেক নিচু।
গায়ের জোরে চলছে যারা
মুখের জোরে বেঁচে আছে।
শক্তি সাহস থাক না হাজার
নেই ভগবান তাদের কাছে।
ভাবছ মনে খুশি মেলা
বিশ্ব জাহান আর কিছু নয়,
জীবন এল খেলার লাগি
তাই করি না কাউকে তো ভয়।
নবী যত এসেছিলেন
সবাই কিন্তু মোদের তরে,
শান্তিতে বাস করবে সবাই
কারোর চোখে জল না ঝরে।
ধর্ম কর্ম অফিম গাঁজার,
নেশায় মানুষ ঘুরছে হাজার,

আজগুবি সব মানছি না তাই
মানবো নাকো আজকে মোরা।
তাই লুটে খাই দিন দুপুরে
ভয় করি না মারতে ছোরা।
পিতা মাতা শিক্ষা গুরু
জীবন কেমন করবে শুরু,
সব শেখালে শিখেও মোরা
আজ হয়েছি হারাম জাদা।
ঠকিয়ে মোরা সুখেই আছি
ঠকাই তাদের যারাই হাঁদা।
যত খুশি হাসতে পারো
সুখের চেয়েও দুঃখ আরো,
পড়লে হাওয়া ফানুস সম
পড়বি লুটে মায়ের কোলে।
অগ্নি চিতায় রাখবে তোরে
বোল হরি বোল সবাই বলে।
সাঙ্গ হল হায়রে তোমার
এই দুনিয়ার সুখের মেলা।
বুঝবে এবার কর্ম দোষে
সেথায় বন্ধু কেমন জ্বালা।

বর্তমান মুসলিম যুব সমাজ

ডিগ্রীধারী খাতায় ওদের
নাম সত্যি হয়নি তোলা।
মোর ভায়েদের ছেলেরা সব
টাকার নেশায় দুনিয়া ভোলা।
টাকাই ধর্ম, টাকাই কর্ম
টাকাই জীবন, টাকাই মরণ।
টাকা পেলে তাই ভুলে যায়
বিশ্ব প্রভু খোদার স্মরণ।
গাড়ী বাড়ি ফূর্তি মৌজ
এই দুনিয়ার শাকী শরাব।
প্রেম দরিয়ায় মরলে ডুবে
শান্তি কি তার নেই কো জবাব।
আমরা বুঝি বলেই জানি
এই দুনিয়া স্বর্গ সমান।
যাক্ না চলে নেই পরোয়া
নাই বা থাকুক আমল ইমান।
এলেম গুণের ধারধারী না
অসভ্যতায় সুখেই আছি।
জ্ঞানের আলোয় তোমরা বন্ধু
জীবন ভোরে তাড়াও মাছি।
সামনে যা পাই হাত পেতে নিই
চাই না দেখতে হালাল হারাম।
ধর্ম পথে দুঃখ অনেক
অধর্মে তাই দারুণ আরাম।

সুখ শান্তি চাও যদি ভাই
মোদের কথায় চালাও গাড়ি।
তবেই হবে দেশের নেতা
গড়বে বন্ধু সুখের বাড়ী।
হায় মুসলিম, আজ সমাজের
এই তো বাবা হাল হকিকত্।
খুঁজলে পরে হাজারে তাই
মিলবে হয় তো দু-চারটি সৎ।

নেতা

নেতা হয়ে ভাবছ বসে
হলাম আমি কি,
কলুর বলদ যেমন ছিলে
তেমনি আছো জী।
নেতা হলে যায় না স্বভাব
স্বভাব থেকেই যায়।
জুতো ঝাঁটায় হয় না কিছু
মোষের চামড়া গায়।
স্বভাব গুণে হয়রে মানুষ
নেতা গুণে নয়।
কর্মগুণে ধন্য জীবন
সুনাম জগতময়।
ধন্যজীবন ধন্য মরণ
বিশ্ব তোমায় করবে স্মরণ,
চোখের জলে ভাসবে রে বুক
কাঁদবে দেশের মাটি,
সত্যি বন্ধু সেলাম তোমায়
তুমিই মানুষ খাঁটি।

নববর্ষের গান

নববর্ষের প্রথম দিবসে
তুমি খোদা রহমান।
তোমারে স্মরিয়া বেঁধেছি আমরা
জাতির মিলন গান।
এর মাঝে কত ভক্তি প্রণাম
আছে কত ভালবাসা
আছে কত ফরিয়াদ আমাদের
আছে কত মন আশা।
আজ পূর্ণ করিয়া ঘোচাও মোদের
দুঃখের অবসান।।

ঈশ্বর, গড, খোদা, ভগবান
যাই বল সে তো এক।
রক্তের মাঝে মিল আছে কি না
একবার চিরে দেখ।
তাই সৃষ্টি সেরা সবাই আমরা
আদমের সন্তান।।

নামে ভেদাভেদ লয়ে কেন জেদ
দুনিয়া সবার লাগি।
সবাই এসো না এক সাথে মিলে
খোদার করুণা মাগি,
আজকে আমরা সবাই সমান
এক জাতি এক প্রাণ।।

দাতা

দাতা শ্রেষ্ঠ দাতা মহান
দাতাই খোদার প্রিয়।
দাতার লাগি বিশ্ব দাতা
রাখছে সুখের গৃহ।
দান বিনা শোন্ নাই রে গতি,
রাখবি যত ততই ক্ষতি,
হিসাব দিতে পারবে না কেউ
ঝরবে চোখের পানি।
সেদিন বন্ধু কেউ দেবে না
মুছিয়ে দু'চোখখানি।
হায় রে সে দিন, কেমন রে দিন,
চিনবে না কেউ কারে।
এই দুনিয়ায় প্রাণ খুলে ভাই
বাসনু ভাল যারে।
কেউ কারো নয় নিজের লাগি
সবাই পাগল পারা।
ধন্য তারাই খোদার দয়ায়
পার হবে ভাই যারা।

ত্রাণ

মোরা দল বুঝি না জাত বুঝি না
বুঝি না আপন পর।
মোরা মানুষের লাগি মানুষ আমরা
পৃথিবী মোদের ঘর।
মোরা বিশ্ব জুড়িয়া সবাই মানুষ
আদমের সন্তান।
তাই ভায়ের বিপদে ছুটে আসি মোরা
করিতে সবারে ত্রাণ।
এই তো ধর্ম এই তো কর্ম
এই তো প্রভুর বাণী।
সকল ধর্মে এ কথাই বলে
আমরা সবাই জানি।
মুক্ত হস্তে দান কর ভাই,
মনে কর ওরা সহোদর ভাই,
দেখবে চোখের পাতা ভিজে যাবে
মন যাবে দুখে ভরে।
মুখের হাসি মিলায়ে যাইবে
অভিমান যাবে সরে।
এই তো জীবন এই তো মরণ
এই দুনিয়ার খেলা,
সবই শেষ হবে রবে না কো কিছু
ভাঙবে যে দিন মেলা।

আদর্শ সেবা

শোন মুসলিম দরদী বন্ধু দীন দুখীদের কথা।
যাহা দিয়েছিল বিশ্ব নবীর হৃদয়ে করুণ ব্যথা।
যে ব্যথার ঘায়ে অশ্রু নয়নে কেঁদেছিল নিশিদিন
জান মাল দিয়ে মিটায়ে দিয়েছে করিয়া কত না ঋণ।
বুদ্ধ নানক যীশু কৃষ্ণ এদের সবারই বাণী।
দুখীর দুঃখে কাঁদে ভগবান নয়নে অশ্রু আনি।
মুছে দাও তার নয়নের বারি ঘুচাও বেদনা ভার।
দেখ অলক্ষ্যে হাসে ভগবান ঝরিছে করুণা ধার।
গরীবের লাগি বিশ্ব জাহানে ইসলামে দেখ আজি।
রাখিতে খোদায় গরীবের মান ধনীরে করালে রাজী।
এমনি বিধান সে খোদার দান দেখে যা সাম্যবাদ।
বিশ্বনবীর জীবনই কোরান, কোরানই জিন্দাবাদ।
দ্বিতীয় খলিফা ওমরের নাম সারা জাহানের বুকে।
চির অক্ষয় অমর থাকিবে মানবের মুখে মুখে।
দুখী অনাথার পরম বন্ধু চোখে যার ঝরে পানি।
দেখিয়া তাহারে স্নেহের পরশে লইতেন বুকে টানি।
কেন ঝরে জল কি কারণে বল সহিতে পারিনা আমি।
তোর দুখে কাঁদে খোদার আরশ অশ্রু ঝরিছে নামি।
আমি দেখি হায় একি অপরাধ জীবনে করেছি আমি।
মোমীন বিশ্বে রয়ে যাবে চির খলিফার বদনামী।
মনে ভাবি তাই এ পাপের লাগি রোজ হাসরের দিনে।
নয়নে খুনের অশ্রু বহালে বাঁধা রব তবু ঋণে।
শোন মোর ভাই, তোমার দুঃখে কাঁপিছে আমার প্রাণ।
তব চরণের সেবায় এ অধম পাইবে পরিত্রাণ।
শুনে খলিফার এ করুণ বাণী ভুলেছে দুখের দিন।
সত্য তুমিই দ্বীনের খলিফা, খলিফা মুসলেমীন।
তব আদর্শে ভাসে যদি প্রাণ ডুবায়ে বিশ্বভূমি।
সুখের স্বর্গ ধন্য হইবে ধুলার ধরণী চুমি।

করবে যেমন মিলবে তেমন

করবে যেমন মিলবে তেমন
এসব ধর্ম কথা।
জন্মালে তাই মরতে হবে
এটাও সত্যি যথা।
বাপ মা হ'ল পরম গুরু
মহান গুরু কে?
জ্ঞানের আলোয় ভরিয়ে তোলে
হৃদয় খানা যে।
পিতা মাতা শিক্ষা গুরু
তিনটে সমান জেনো,
কম বেশী কেউ নয় বৎস
মানার মত মেনো।
দুঃখ দিলে অভিশাপে
ঝরবে চোখের পানি।
নয় কবিদের এসব কথা
বিশ্ব প্রভুর বাণী।
কেউ পারেনি থাকতে সুখে,
হাসছে যারা পরের দুখে,
মুখের হাসি শেষ হলে ভাই
আসবে দুখের পালা।
কাঁদবি সেদিন হায় রে খোদা
একি ভীষণ জ্বালা।

রাজা বাবু

বন্ধু আমার দোস্ত আমার
এত দিন পরে ভাঙল ঘুম।
মুসলমানের দরদে হঠাৎ
ছুটে গেল কেন তোমার ঘুম।
ত্রিশ বছর কেটে গেল সখা
একদিনও মনে পড়ল না।
আজকে ঠাকুর কেন হাত ধরে,
বলছ কখনো ভুলব না।
কি হোল তোমার ক্যাডার বাহিনী
বন্দুক ছোরা পাইপগান।
এত কৃষকের রক্ত ঝরায়ে
তবু কি শান্ত হল না প্রাণ?
কৃষকের জমি, জমি তার প্রাণ
বাপ ঠাকুরের আর্শীবাদ।
জমি রেখে যাবে বাচ্চার লাগি
এই তো চাষীর প্রাণের সাধ।
যারা দিল প্রাণ, হয়ে কোরবান
সেই তো শ্রমিক চাষীর দল।
মুক্ত কণ্ঠে তোলরে আওয়াজ
প্রতিদানে তার এই কি ফল?
মীর নিসার আলী ক্ষুদিরাম যাঁরা,
ফাঁসির মঞ্চে বুলেটের দ্বারা,
বুকের রক্তে রাঙায়ে আঁচল
মুক্ত করিল দেশ,
আজ সে মায়ের কেন কম্‌রেড
ছিন্ন মলিন বেশ।

সেদিন ছিলে তো চাষীর বন্ধু
সর্বহারার নেতা।
পুঁজিবাদী যাক জাহান্নামায়
এ সবই নেতার কথা।
কত কারখানা ছিল, চটকল ছিল,
বাংলার চারিদিকে।
বন্ধ করিলে বল কমরেড
কোন সে মন্ত্র শিখে।
তাই হাহাকার বাংলার বুকে,
শ্রমিক কৃষক কেউ নেই সুখে,
পুঁজিবাদী হল পরম বন্ধু
তুমি হলে আজ কাজী।
যাদের রক্তে গদি পেলে প্রভু
তারা হল আজ পাজী।

যুগের হাওয়া

এ জগত সে জগতই নয়রে
এ মানুষ সে মানুষই নয়।
এ আকাশ সে আকাশই রয়েছে
বাতাস কিন্তু দূষণময়।
এ জল দেখতে সে জলের মত
দেখছি আজকে খায় না কেউ
জোয়ার ভাঁটায় খেলা করে নদী
পচা গলা শব নাচায়ে ঢেউ।
স্কুল আছে সে কালেও ছিল
সে মাস্টার আজ দেখছি কই?
বিজ্ঞান নিয়ে নানা ছবি আঁকা
জ্ঞান ভরা আজ কোথায় বই?
ছাত্র দেখেছি সেকালে আমরা
নম্র ভদ্র নিষ্ঠাবান।
শ্রদ্ধা ভক্তি করে না গুরুর
আজ শুধু খোঁজে অসম্মান।
সেকালে বাপের মায়ের স্নেহ
একালে কিন্তু কমতি নেই।
বাপ মা ছাড়িল পশুদের মত
একালে বিয়েটা মিটল যেই।
সেকালে বাপের মায়ের নিকটে
বৌ বেটা যেন সীতা ও রাম।
আজ থাকো চুপ, ওগো বুড়োবুড়ি
মোদের করতে দাও আরাম।

ধর্মগ্রন্থ গীতা বাইবেল
কোরান পড়ার নেই সময়।
তার চেয়ে মোরা টিভি দেখে খুশি
নারীর নগ্নতা বিশ্বময়।
কি মধুর খেলা মিলনের মেলা
আব্রুর কোন বালাই নেই।
প্রাণ ভরে সাধ মেটাও বন্ধু
গণতন্ত্রের মন্ত্র এই।
হালাল হারাম দেখলে হবে না
টাকা হলে সেই ভদ্রলোক।
জ্ঞানী গুণীদের নেই সম্মান
মানুষ মরিলে কিসের শোক?
পশু মহারাজ বীর হনুমান
আজকে দেখছি ওদের রাজ।
যত ক্ষতি হোক কিছু বোলো না
মানুষের মাথে ফেলুক বাজ।
হায়রে মানুষ এই তব হুঁস
যুগের হাওয়ায় হারালি জ্ঞান,
দুধে মেখে ভাত কুকুরে খাওয়ালি
বাপেরে খাওয়ালি ভাতের ফেন।
হায় ভগবান এ কি তব দান
ধরার এটা কি শেষ কলি?
বাঁচার চেয়ে মরণই ভাল
লোকে আজ করে বলাবলি।

সরকার বাহাদুর

আজ বাংলার লাল নিশানের
　　সরকার বাহাদুর।
বাতি নিভু নিভু বহিছে তুফান
　　যাবে আর কত দূর?
সাঁওতাল ভীল ছোট জাত যারা,
　　নেড়ে কৃষকের বীর্যের ধারা,
বহিছে তোমার পার্টির শিরায়
　　উঠিয়াছে দেহ ফুলে।
তাই ত্রিশ বছরে সে দিনের কথা
　　সবই গেলে আজ ভুলে।
ধনী বড় জাত ছিল নাকো সাথ
　　গরীব শ্রমিক চাষা,
আধা রুটি খেয়ে বাঁচালো তোদের
　　দিয়েছিল শুতে বাসা।
হায় বেইমান, তোদের সমান
　　নেই আজ পার্টি দেশে।
আখের গুছালি মূর্খ বলিয়া
　　লেনিন ছদ্ম বেশে।
এমনি করিয়া চালাবে কদিন
　　দীন হতে পারি নয় মোরা ক্ষীণ।
বিবেকের দ্বার খুলিবে যেদিন
　　হিসাব লইব বুঝে।
বাঁচার সে দিন পাবি নাকো পথ
　　আকাশ পাতাল খুঁজে।
উপায় আর কিছু নেই
যতই ফন্দি ফিকির খাটাও
　　হাতে গুনে পাবে সেই।

বেকার যুবক যুবতী যারা,
খেলায় মেলায় উৎসবে তারা,
কি নেশার ঘোরে মসগুল থাকে
জীবনের কথা ভুলে।
সাবাস কমরেড মহা কবিরাজ
কি বড়ি খাওয়ালে গুলে।
পাপ মহাপাপ হবে না কো মাফ
শোন হে মহান নেতা
সুদে আসলে মেটাতে হইবে
যত ঋণ আছে যেথা।
তোরা গণতন্ত্র সাম্যবাদের
বুলি শেখা তোতা পাখি।
ও গান শোনায়ে পারবি না আর
আমাদের দিতে ফাঁকি।

গদ্দীর লোভ

শোন হিন্দু শোন মুসলিম
শোন বৌদ্ধ জৈন শিখ,
ভারতমাতার তোরা প্রিয় লাল
তোরা হলি সৈনিক।
তোরা দিলি প্রাণ হয়ে কোরবান
মুক্ত করিলি দেশ।
দেখ আজ কারা ছিন্ন করিছে
ভারত মাতার বেশ।
তোরা ছিলি এক, এক সে মায়ের
ভিন্ন নামের পুত,
ভারতে তোদেরই ঐক্য মিলন
ছিল চির মজবুত।
তোদের দাপটে ইংরেজ সেনা
চলে গেল চিরদিন।
তোদের শৌর্য্যে বীর্য্যে আমরা
আজ নয় পরাধীন।
আজ চেয়ে দেখ দিল্লীর পানে
বিভেদের বিষ ঢেলে দিল কানে
হানাহানি আজ খুন খারাবির
মাতমের শোরগোল।
ঐ চেয়ে দেখ শয়তান বসে
বাজাইছে ঢাক ঢোল।
ভারতের পূবে কাজী নজরুল
পশ্চিমে ইকবাল,
সাম্যের গান গাহিয়া ছড়াল
মিলনের মহা জাল।

আজ কারা জাল ছিন্ন করিয়া
হানাহানি দিল ভারতে ভরিয়া
লহু লহরের বক্ষে ভাসিছে
হিন্দু মুসলমান।
রেহাই পাবি না বৌদ্ধ জৈন
শিখ আর খৃষ্টান।
দেখ ঐ আজ মহা শয়তান
গদীর তাগিদে ভারতের মান
লুটায়ে দিবেরে বিশ্বের দ্বারে
করে জাতি খান খান।
কেমনে বাঁচাবি আজ তোরা বল
ভারতের সম্মান?
আয় চলে আয় ভেদাভেদ ভুলে
এক সে মায়ের কোলে
যেমন চন্দ্র গ্রহ তারা আজ
আকাশের কোলে দোলে।

তসলিমা নাসরীন

তসলিমা তুমি শোন!
কতটা কি পেলে এ জীবনে তুমি
একবার বসে গোন।
তুমি তো নারী ইভের কন্যা
আমি আদমের ছেলে
ইভের সৃষ্টি আদমের লাগি
দেখো না কোরান মেলে।
তুমি মুসলিম বলে তাই আমি
তুলছি ধর্ম কথা,
স্বর্গে দুজনে কত সুখে ছিল
ছিল নাকো কোন ব্যথা।
সেই সুখ আজো পৃথিবীর বুকে
প্রেমের জোয়ারে ভাসে,
স্বর্গ হইতে আজো হুর পরী
আড় চোখে দেখে হাসে।
স্বামীর কোলে তো দুনিয়ার বুকে
নারীরাই মহা সুখী,
জীবন ভরিয়া শাহাজাদী হয়ে
স্বামীহারা বধূ দুখী।
ফুলের কি সাধ তোমরাই বোঝে
ফুল দোলে শুধু হেসে।
প্রেমের ফসল বুকে তুলে নেয়
নারীরাই ভালবেসে।
এই তো জীবন, এই তো স্বপন
এই নারীদের খেলা,
বিশ্বভুবন নর নারীদের
প্রেমের মিলন মেলা।

কি বুঝলে হায় খোদাই জানে
এমন লিখলে তুমি,
লেখার গুণে ছাড়তে হল
সোনার জন্মভূমি।
ঘরকে জ্বালায়ে পরকে হাসায়ে
লজ্জা শরম ভুলে,
দেশ বিদেশে ঘুরছ আজকে
হাঁটুর কাপড় তুলে।
এ কূল ওকূল, সব কূল গেল
রইল নাকো কিছু,
কিন্তু মোদের মেয়েরা কেউ তো
ছোটে না তোমার পিছু।
অনেক ভাল অনেক সভ্য
আমার দেশের মেয়ে,
স্বামীর বুকে ঘুমিয়ে পড়ে
প্রেমের সে গান গেয়ে।

বিদায় বেলা

আমার প্রিয় সবার প্রিয়
মোদের শিক্ষা গুরু।
তোমার পরশে এসেছিনু মোরা
জীবন গড়িতে শুরু।
চলে যাবে আজ মোদের ছাড়িয়া,
জীবনের মত এ কথা ভাবিয়া,
হৃদয় কাঁদিছে নিরবে মোদের
আঁখি পাতে আসে পানি।
আর কভু দেখা হবে না গুরু গো
জীবনের মত জানি।
এই শেষবার মুখপানে চাও,
প্রাণ ভ'রে আজ দোয়া করে যাও,
মোরা যেন সব সুখে থাকি গুরু
তুমি থেকো মহা সুখে।
বিশ্ব প্রভু গো না ঝরে গুরুর
অশ্রু কখনো দুখে।

ও সরকার (গান)

ও সরকার পড়ব কেন
একটু আমায় বুঝিয়ে দাও।
পড়ার আগে বাঁচার লাগি
খাবার কথা একটু কও।

বাবা বেকার, মায়ের অসুখ
পরার মোদের কাপড় নাই।
এবার বল কেমনে মোরা
পাঠশালাতে পড়তে যাই।
এসব ছবি পাড়া গাঁয়ের,
অশ্রু ঝরে দুখি মায়ের,
মোদের খাবার দিওনা আর
খাবারটুকু ওদের দাও।

তোদের নেতারা সব বহু জ্ঞানী
কার কি স্বভাব আমরা জানি,
দেশ বাঁচাতে এবার ওদের
গদী থেকে নামিয়ে দাও।

দেখবে এবার বাংলা মায়ের
ফুটবে মুখে হাসি,
ঢের হয়েছে ও ভাই নেতা,
খাচ্ছ জুতা যেথা সেথা,
মান বাঁচাতে আপনা থেকে
মুখটা ঢেকে সরে যাও।

লাস্ট জাজ্‌মেন্ট অফ গড্‌

যেতেই যখন হবে
সবাই যখন যাবে
কিন্তু বন্ধু এই ধরণীর
কেউ জানে না কবে।
কোন বছরের কোন সে মাসে
রাত কি দিনের বেলা?
থমকে যাবে হঠাৎ বন্ধু
বিশ্ব মায়ার খেলা।
যেতেই যখন হবে,
সবাই যখন যাবে,
কিন্তু বন্ধু কেউ জানে না
সেথায় কি হাল হবে।
সেথায় বলতে কেমন সে দেশ
এই ধরণীর পারে।
সৃষ্টি সেরা হয়েও মানুষ
কেউ দেখেনি যারে।
জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শনের যার,
এই নয়নে দেখা যে তার,
মরণ খাটে চড়ে যে জন
শ্মশান কবর যাবে।
সেই শুধু হায় কেমন কি সব
দেখতে সেথায় পাবে।
কিন্তু রে ভাই এই দুনিয়ায়
ফিরবে নাকো কভু।
রকেট গ্রহ যাই নিয়ে যাও
আসবে না আর তবু।

টিভি বলো নানা মেশিন
বসাও জগত জুড়ে।
আনতে সাধ্য নাই কো কারো
ছবি পাতাল ফুঁড়ে।
তোরা ভাবিস মরলে তারে
দিলাম চিতায় গুঁজে।
পারবে না কো ধরতে খোদা
সারা পাতাল খুঁজে।
হায়রে মানুষ, এই তব হুস
সৃষ্টি সেরা তুমি।
দাতার কথা ভুলে দানে
দিচ্ছ হাজার চুমি।
দান যেখানে জগত ভরা
দান বিনা তো জগত খরা,
প্রতিদানে কি দিলি বল?
সারা জীবন ভরে।
উল্টে বরং সৃষ্টিকে হায়
স্রষ্টা দিলি করে।
এই দুনিয়ায় তোমরা শুধু
সবার হিসাব রাখ।
কেন আমি বল না তোদের
হিসাব নেব নাকো?
এই জগতে তোরাই কাজী
বিচার করিস যারা পাজী,
রাজার বিধান না মানলে ফের
দিচ্ছ কত রকম সাজা।
দেখলি না কো আপন চোখে,
বলল যাহা অন্য লোকে

তাই শুনে তুই করলি বিচার
তোরাই হলি মহান রাজা।
আমি কিন্তু বিশ্ব দেখি,
শুনতে কিছু নাইকো বাকি,
সাক্ষী সাবুদ দরবারে মোর
পারবে না কেউ দিতে ফাঁকি।
আসবে সে এক দিন, ওরে ভাই
কেউ জানে না হায় সে কবে।
ধ্বংস লালার খেলায় খোদার
সৌর জগত ধ্বংস হবে।
আমি শুধু আমি খোদা
থাকব একা রবে না কেউ।
শব্দ কিংবা কারোর ছায়ার
আমরা সামনে উঠবে না কেউ।
আমি সে দিন শেষ বিচারক
ডানদিকে মোর স্বর্গ রবে।
চুল চিরে হায় করব বিচার
চোখের জলে ভাসবে সবে।
বাম দিকেতে জাহান্নামের
হুঙ্কারে সব অত্যাচারী।
বলবে খোদা মাফ করে দাও
করব না আর গাজোয়ারী।
বলবে খোদা সে দিন গেছে
আজকে আমি পাহাড় সমান।
হিসাব করে দিচ্ছি তোরে
নরক বাসই ঠিক প্রতিদান।
এবার তোরা হাসবি মনে
আজব ব্যাপার মিথ্যে সবই।

আসবে যেদিন রোজ কেয়ামত
আপন চোখে দেখতে পাবি।
মাজেজা নিজ মোহাম্মদের
নয়কো এটা মুখের কথা।
কলম খোদার এসব বাণী
বিশ্ব মালিক খোদার কথা।

